মুজিববর্ষের উপহার
ক্ষুদ্র অর্থায়নে দারিদ্র্য মুক্তির অঙ্গীকার

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
গুলফেশাঁ প্লাজা (৭ম তলা)
৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক
বড় মগবাজার, রমনা
ঢাকা-১২১৭।

এমআরএ/সার্কুলার লেটার নং-৭৩

তারিখ: ০৮ ভাদ্র ১৪২৯ / ২৩ আগস্ট ২০২২

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সনদ প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (সকল)

বিষয়ঃ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন নীতিমালা, ২০২২।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্ষুদ্রঋন সেক্টর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্ষমতায় ছোট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-কে সক্ষমতায় বড় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) কর্তৃক অর্থায়নের জন্য "ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন নীতিমালা, ২০২২" অথরিটি কর্তৃক প্রণীত হয়েছে যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

২। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৩। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

২৩/৮/২০২২

(মোঃ জিল্লুর রহমান)
পরিচালক
ফোনঃ ৮৩৩২৫৩৮
ই-মেইলঃ director.lic-regu@mra.gov.bd

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক

নম্বর-৫৩.০৪.০০০০.২১.২২.০০৩.২২- ১৬৭৬

তারিখঃ ০৮ ভাদ্র ১৪২৯ / ২৩ আগস্ট ২০২২

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :-

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, প্লট নং ই-৪/বি আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
(২) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্লট- ই-১৩/বি, আগাঁরগাও,শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
(৩) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজ সেবা ভবন, ই-৮/বি, আগারগাঁও, শেরে-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
(৪) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
(৫) রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস, টিসিবি ভবন, (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
(৬) গভর্নর মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা (গভর্নর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
(৭) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২৩/০৮/২০২২

(মোহাম্মদ কামাল হোসেন)
উপপরিচালক

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
গুলফেশাঁ প্লাজা (৭ম তলা) ৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক
বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন নীতিমালা, ২০২২

দেশের দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির লাইসেন্সধারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো (MFIs) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত আর্থিক সক্ষমতায় ছোট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম অন্তরায় হলো ঋণযোগ্য তহবিলের অভাব। এ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আর্থিক সক্ষমতায় বড় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ছোট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়নের নিমিত্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১. শিরোনাম ও প্রযোজ্যতা: এ নীতিমালা "ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন নীতিমালা, ২০২২" নামে অভিহিত হবে এবং এটি এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২. উদ্দেশ্য:

(১) টেকসই ও অন্তর্ভূক্তিমূলক ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর্থিক সক্ষমতায় ছোট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-কে আর্থিক সক্ষমতায় বড় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) কর্তৃক ঋণযোগ্য তহবিল সরবরাহ/অর্থায়নের মাধ্যমে ছোট মানের এমএফআইকে ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থায়নকারী সংস্থার নিকট অর্থায়ন উপযোগীকরণ;

(২) ছোট মানের এমএফআই এর ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বড় মানের এমএফআই কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

(৩) ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে বিদ্যমান অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিধি বৃদ্ধিকরণ ও জীবনমান উন্নয়ন।

৩. অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা:

(১) এমআরএ এর সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতে হবে;

(২) সংস্থার মূলধন তহবিল বাবদ ন্যূনতম ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) কোটি টাকা থাকতে হবে;

(৩) মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ন্যূনতম ৩০০.০০ (তিনশত) কোটি টাকা থাকতে হবে; এবং

(৪) সর্বশেষ ৫ (পাঁচ) বছর লাভজনকভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. তহবিলের উৎস: অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্বৃত্ত, বিধি মোতাবেক ব্যক্তি/সংস্থা হতে সংগৃহীত তহবিল, সরকার অথবা অন্য কোন অনুমোদিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদান।

৫. প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

(১) এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হতে হবে;

(২) প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ন্যূনতম ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং সর্বশেষ তিন বছর লাভজনকভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; তবে অস্বাভাবিক/প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অভিঘাত (Shocks) এর ফলে লোকসানী হলে উক্ত সময়কাল বাদ দিয়ে লাভজনকের বিষয়টি হিসাবায়ন করা যাবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত ধনাত্মক হতে হবে;

(৪) প্রতিষ্ঠানের ঋণস্থিতি প্রারম্ভিকভাবে অনুর্ধ্ব ১০ (দশ) কোটি টাকা হতে হবে;

(৫) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাতীয় ক্ষুদ্রঋণ তথ্যভান্ডারে নিয়মিত তথ্য প্রদান করতে হবে;

(৬) প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় পরিচালনা পর্ষদ থাকতে হবে এবং সাধারণ ও পরিচালনা পর্ষদের কোন সদস্য প্রতিষ্ঠানের বেতনভোগী হতে পারবেনা;

(৭) এমআরএ আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৭ ও এমআরএ বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ০৯ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগ ও দায়িত্বপালন নিশ্চিত হতে হবে এবং তাঁকে সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান করে দায়িত্বপালন করতে হবে;

(৮) এমআরএ কর্তৃক সর্বশেষ পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানে পর্ষদ সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়ম/দুর্বল অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন পর্যবেক্ষণ থাকা যাবে না এবং পূর্বের অসংগতি নিয়মিতকরণে এমআরএ'র নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ইতিবাচক হতে হবে;

(৯) প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য/ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বে থাকা উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণ বিদ্যমান কোন আইনের আওতায় অনিয়ম/দুর্নীতি/প্রতারণার জন্য দোষী/শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়া যাবে না;

(১০) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণগ্রহীতা অন্যূন ১,০০০ জন হতে হবে;

(১১) বিগত ৩ বছর প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায়ের ক্রমপুঞ্জীভূত হার ৯৬% এবং চলতি ঋণ আদায়ের হার ৯৩% এর কম হবে না। তবে অস্বাভাবিক/প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অভিঘাত (Shocks) এর ফলে চলতি ঋণ আদায়ের হার যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে;

(১২) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী, অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বৈদেশিক সংস্থা কিংবা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কিংবা গ্রাহক ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি হতে সুনির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে গৃহীত ঋণের কিস্তি নিয়মিতভাবে পরিশোধিত হতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

(১৩) প্রতিষ্ঠানের Debt ও Capital এর অনুপাত ৯:১ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান চাইলে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়াদির নিরিখে উক্ত শর্ত শিথিল করতে পারেবে;

(১৪) এমএফআই কর্তৃক নিয়মিতভাবে বহিঃনিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।

৬. সার্ভিস চার্জের হার ও পরিশোধ পদ্ধতি: এ নীতিমালার আওতায় প্রদত্ত ঋনের সার্ভিস চার্জের হার উভয় পক্ষ দ্বারা স্থিরকৃত হবে যা ক্রমহ্রসমান স্থিতি পদ্ধতিতে ৯% অথবা এমআরএ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারের অধিক হবে না এবং অন্যূন মাসিক ভিত্তিতে প্রদত্ত ঋণের কিস্তি পরিশোধিত হবে। এছাড়া গ্রাহক পর্যায়ে সার্ভিস চার্জের হার ও কিস্তি সংখ্যা এমআরএ'র নির্দেশনা মোতাবেক হবে।

৭. ঋণের সীমা: একক অর্থায়নকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান ঋণস্থিতির সর্বোচ্চ ২০% এবং একাধিক অর্থায়নকারীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০% পর্যন্ত ঋণ হিসেবে প্রদান করা যাবে।

৮. ঋণের মেয়াদকাল: ঋণের মেয়াদ ৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ন্যূনতম ১৮ মাস হবে। গ্রাহক পর্যায়ে এমআরএ'র বিদ্যমান বিধান প্রযোজ্য হবে।

৯. ঋণের আবেদন ও জামানত:

(১) অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী যোগ্য অর্থায়নকারী সংস্থা অর্থায়ন বিষয়ক আবেদন প্রাপ্তি পর অনুচ্ছেদ ৫ এ বর্ণিত শর্তাবলীর পর্যালোচনায় ১ (এক) মাসের মধ্যে ঋণ প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও এতদবিষয়ে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করবে;

(২) একটি এমএফআই সর্বোচ্চ ৫ টি এমএফআই হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে গৃহীত মোট ঋণের পরিমান অনুচ্ছেদ ৭ এ বর্ণিত পরিমাণের অধিক হবে না; এবং

(৩) অর্থায়নের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের পর্ষদ কর্তৃক ঋণ পরিশোধের ঘোষণাপত্র ও এ নীতিমালার আওতায় বিতরণকৃত ঋণ জামানত হিসেবে রাখা যাবে।

১০. মনিটরিং ও রিপোর্টিং:

(১) এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি-বিধান বিশেষ করে এমআরএ আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩ এর বিধানাবলী অনুসরণীয় হবে;

(২) বিতরণকৃত ঋণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে গ্রাহক পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং নির্ধারিত খাতে ও যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে;

(৩) এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত ঋণের তথ্য আলাদা রেজিস্টারে সংরক্ষণ ও আলাদা হেড অব এ্কাউন্টসে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(৪) এমআরএ ও অর্থায়নকারী এমএফআই নিয়মিতভাবে ঋণ গ্রহণকারী এমএফআই ও গ্রাহক পর্যায়ে পরিদর্শন কার্য পরিচালনা করবে এবং এক্ষেত্রে অর্থায়নকারী এমএফআই ঋণ গ্রহণকারী এমএফআই'র সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং ও বিশ্লেষণ করতে পারবে;

(৫) ঋণ গ্রহণকারী এমএফআই মাসিক ভিত্তিতে অর্থায়নকারী এমএফআই কর্তৃক নির্ধারিত ছকে ঋণের ব্যবহারের রিপোর্ট প্রদান করবে এবং অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ফরমেটে তা এমআরএ-কে অবহিত করবে; এবং

(৬) এমআরএ উক্ত ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে এবং এতদবিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য অথরিটিতে একটি আলাদা সেল গঠন করতে হবে।

১১. কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেল ও ফোকাল পয়েন্ট: এ নীতিমালার আওতাধীন সকল কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন তথা সমন্বয়ের নিমিত্ত এমআরএ, অর্থায়নকারী ও ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেল থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের এতদবিষয়ক একজন ফোকাল পার্সন থাকবে।

১২. অন্যান্য শর্তাবলী:

(১) এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত ঋণ কেবল ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণের জন্য ব্যবহার করা যাবে এবং সার্ভিস চার্জ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী এমএফআই কর্তৃক অন্য এমএফআই-কে প্রদত্ত ঋণও ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে;

(২) এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত ঋণ দিয়ে বিদ্যমান কোন ঋণ/দায় সমন্বয় বা পরিশোধ করা যাবে না;

(৩) এ নীতিমালার আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য এমএফআইকে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে;

(৪) কোন এমএফআই গৃহীত ঋণ ফেরত না দিলে এমআরএ ঋণ আদায়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী সহযোগিতা করবে এবং অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঋণ আদায়ে প্রয়োজনে প্রচলিত আইনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে;

(৫) ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান এ নীতিমালার আওতায় প্রাপ্ত ঋণ দ্বারা ব্রাঞ্চভিত্তিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদনমুখী আয়বর্ধনমূলক স্কীমে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে এবং বিতরণ সম্পন্ন করে সদস্যভিত্তিক ঋণ বিতরণের তথ্য নির্ধারিত ফরমে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর দাখিল করতে হবে;

(৬) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ক্ষুদ্রঋণ আদায়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যাস্ত থাকবে;

(৭) ঋণ পরিশোধের সিডিউল অনুসারে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে হবে এবং ঋণের কিস্তি আদায় না হওয়ার যুক্তিতে ঋণ প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় কিস্তি পরিশোধ পিছিয়ে দেওয়া যাবে না;

(৮) গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান স্থায়ী সম্পদ (জমি/ভবন/গাড়ী) ক্রয়/বিক্রয় বিষয়ে এমআরএ হতে গৃহীত অনুমোদন পত্রের কপি অনতিবিলম্বে অর্থায়নকারী সংস্থাকে অবহিত করবে;

(৯) ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পরিচালনা পর্ষদ, গঠনতন্ত্র ও আর্থিক নীতিমালা ইত্যাদি পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে;

(১০) ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে এমআরএ হতে ঋণ প্রাপ্তির সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে এবং অর্থায়নকারী সংস্থা এ জাতীয় অর্থায়নের বিষয়টি এমআরএ-কে অবহিত করবে;

(১১) এ নীতিমালার আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য এমএফআই-কে নির্ধারিত ফর্মে অর্থায়নকারী এমএফআই'র সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন এবং উভয় পক্ষকে উক্ত চুক্তিপত্রের শর্ত অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। তবে উভয় পক্ষের সম্মতিতে চুক্তিপত্রে নতুন শর্ত অন্তর্ভূক্ত করা যাবে;

(১২) অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বাজেটে এ জাতীয় অর্থায়নের পরিকল্পনা/পরিমান অন্তর্ভূক্ত করবে;

(১৩) এ নীতিমালায় বর্ণিত হয়নি এমন বিষয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ ও তদধীন প্রনীত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৩. কার্যকারিতা ও সংশোধনের ক্ষমতা: এমআরএ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নীতিমালাটি কার্যকর হবে এবং নীতিমালাতে যেকোন ধরনের সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের ক্ষমতা এমআরএ সংরক্ষণ করবে।